যৌথ প্রেস বিবৃতি- বাংলাদেশ-ভুটান-ভারত-নেপাল (BBIN) —এর মধ্যে উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার যৌথ কার্যকরী গোষ্ঠীর(JWG) দ্বিতীয় বৈঠক নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত (৩০-৩১ জানুয়ারি ২০১৫)

জলসম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং বিদ্যুত/জলবিদ্যুত এবং কানেকটিভিটি ও ট্রানজিট বিষয়ে বাংলাদেশ,ভুটান,ভারত,নেপালের(BBIN) উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার যৌথ কার্যকরী গোষ্ঠীর দ্বিতীয় বৈঠক নয়াদিল্লিতে ৩০-৩১ জানুয়ারি ২০১৫ নয়াদিল্লিতে বন্ধুত্ব ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন বিদেশমন্ত্রকের (দক্ষিণ এশিয়া) ডিরেকটার জেনারেল মিঃ তারেক মহম্মদ আরিফুল ইসলাম,আর্থিক বিষয়ক মন্ত্রকের জলবিদ্যুত ও বিদ্যুত ব্যবস্থা বিভাগের ডিরেকটার জেনারেল ডাসো ইয়েসি ওয়াংগড়ি ভুটানের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন,নেপালের বিদেশমন্ত্রকের (দক্ষিণ এশিয়া) যুগ্মসচিব মিঃ প্রকাশ কুমার সুবেদি এবং ভারতীয় দলের নেতৃত্ব দেন পররাষ্ট্রমন্ত্রকের যুগ্মসচিব(উত্তর) শ্রী অভয় ঠাকুর এবং যুগ্ম সচিব শ্রীমতি শ্রী প্রিয়া রংগনাথন(বিএম) যথাকরমে। চারটি দেশের প্রতিনিধিদের এই প্রথম যৌথ কার্যকরী গোষ্ঠীর বৈঠকে উপস্থিতিতে সন্তোষ্ প্রকাশ করা হয়।

পারস্পরিক স্বার্থে উপকৃত হওয়ার উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার বিভিন্ন সম্ভাবনা নিয়ে মত বিনিময়ের সুযোগ প্রাপ্তির জন্য বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ায় প্রতিনিধিরা স্বাগত জানান।

জলসম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং বিদ্যুত/ জলবিদ্যুত বিষয়ের যৌথ কার্যকরী গোষ্ঠী বর্তমানের সহযোগিতা ক্ষেত্রগুলির পর্যালোচনা করেন।চারটি দেশের মধ্যে বিদ্যুত বাণিজ্য এবং আর্ন্ত গ্রিড কানেকটিভিটি র সম্ভবনা এবং ভবিষ্যতে নির্মিয়মাণ বিদ্যুত প্রকল্পগুলিতে নিবিড় সহযোগিতার সম্ভাবনা নিয়েও বৈঠকে আলোচনা হয়। জলবিদ্যুত এবং এই অঞ্চলে প্রাপ্ত অন্যান্য বিদ্যুত উৎসগুলি সহ জলসম্পদ ব্যবহারের সম্ভাবনাগুলি খতিয়ে দেখার জন্য যৌথ উদ্যোগ নেওয়ার বিষয়ে ঐক্যমত হয়েছে। সমঅংশীদারির ভিত্তিতে অন্তত তিনটি দেশের মধ্যে ভবিষ্যতে যৌথভাবে নির্মাণের সম্ভাবনা রয়েছে এমন জলবিদ্যুত/বিদ্যুত প্রকল্পগুলির তালিকা বিনিময় করা নিয়েও সহমত হয়েছে। চারটি দেশের মধ্যে বিদ্যুত ক্ষেত্রের অন্যান্য দিকগুলির উৎকৃষ্ট প্রয়োগ ও অভিজ্ঞতা বিনিময় করা নিয়েও আলোচনা হয়।

বন্যা বিষয়ে ভবিষ্যতবাণী করার তথ্য বিনিময় প্রথা বিষয়ে চারটি দেশের মধ্যে বিদ্যমান দ্বিপাক্ষিক ব্যবস্থাপনা যৌথ কার্যকরী গোষ্ঠী আলোচনা করে এবং তাকে আরো উন্নত করার পন্থা নিয়েও আলোচনা করে। নদী উপত্যকা ভিত্তিক জলসম্পদ ব্যবস্থাপনা র উৎকৃষ্ট অভিজ্ঞতা বিনিময় করার সম্ভাবনা এবং তাকে আরো উন্নত করার বিষয়েও আলোচনা হয়।

কানেকটিভিটি ও ট্রানজিট বিষয়ের বিদ্যমান ব্যবস্থাপনা নিয়ে যৌথ ওয়ার্কিং গোষ্ঠী পর্যালোচনা করেছে। মোটরযান ও রেল চলাচলে সুবিধার জন্য BBIN চুকতির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তাঁরা একমত হয়েছেন। বর্তমানে দ্বিপাক্ষিক ব্যবস্থাপনায় চালু রূটের অতিরিকতো ,অন্তত তিনটি দেশের মধ্যে সম্ভাব্য পণ্য চলাচল (সড়ক ও রেলপথ সহ) ও বাস চলাচলের প্রস্তাবগুলি নিয়েও মত বিনিময় হয়। এবং এই বিষয়ে পরামর্শ বিনিময় করা নিয়ে ঐক্যমত হয়েছে। বাণিজ্যিক ও পর্যটনের চাহিদা অনুসারে মাল্টি-মোডাল পরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে।

উপ-আঞ্চলিক কানেকটিভিটি উপযুকতো করে তোলার জন্য স্থল শুল্ক বন্দর গুলিতে বাণিজ্যি বিষয়ক সুবিধা প্রসার নিয়েও বিস্তৃত আলোচনা হয়। স্থল শুল্ক বন্দর গুলির বাণিজ্য পরিকাঠামো যৌথভাবে ব্যবহারের উপযোগিতা নিয়ে এবং শুল্ক ব্যবস্থায় সামঞ্জস্য আনা নিয়ে মত বিনিময় হয়।

দুটি যৌথ কার্যকরী গোষ্ঠীর বিবেচ্য শর্ত্তাবলী নিযেও আলোচনা হয়।

যৌথ কার্যকরী গোষ্ঠীর পরবর্তী বৈঠক ২০১৫ সালের দ্বিতীয় ভাগে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হবে।

নয়াদিল্লি

৩১ জানুয়ারি ২০১৫